MAY 2 2001

ভারের কাগজ

তারিখ ---------
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি এখনো পরিষ্কার নয়

ফল প্রকাশের ১ মাস আগেও নানা বিভ্রান্তি, একাধিক প্রস্ত

ানস ঘোষ : প্রথমবারের মতো লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল
াকাশের কার্যক্রম শুরু করে শিক্ষা বোর্ডগুলো বিভ্রান্তিতে পড়েছে।
সএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের আর মাত্র ১ মাস
াকিথাকলেও কতিপয় সিদ্ধান্ত বিশেষ করে অকৃতকার্যদের ক্ষেত্রে
জ্ঞাপনে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় সমস্যায় পড়েছে
বার্ডগুলো। ফলে এসব বিষয়ে নতুন করে একাধিক প্রস্তাব রাখা
য়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের সবগুলো বোর্ডের চেয়ারম্যানরা
ত রোববার ঢাকায় একটি সভায় মিলিত হয়ে গ্রেডিং বিষয়ে
তুন করে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুপারিশ আকারে এই
স্তাবগুলো চলতি সপ্তাহেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য
াঠানো হবে।

চলতি বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের
ন্য বোর্ডগুলো ইতিমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। আগামী
ুন মাসের শেষ সপ্তাহে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে এই ফল
াকাশিত হবে।

এদিকে বোর্ডগুলোর সূত্রে জানা গেছে, এবার নিয়মিত ও
নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশেষ
রীক্ষার্থীদের ফলাফলও লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হবে।
ত বছর এক বিষয়ে ফেল করে এবার শুধুমাত্র ঐ বিষয়েই
রীক্ষা দিয়েছে সারা দেশে ৮৯ হাজার ৫১৫ জন বিশেষ
রীক্ষার্থী। ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশেষ
রীক্ষার্থীদের বাকি বিষয়গুলোর গত বছরের সংরক্ষিত ফলাফল
বার গ্রেড পয়েন্টে আনা হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার বাইরের একজন চেয়ারম্যান
ভারের কাগজকে জানিয়েছেন, গ্রেডিং পদ্ধতিতে বিভ্রান্তি দেখা
দয় টেব্যুলেশন বই এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (মূল্যায়নপত্র)
তরি করতে গিয়ে। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার মাত্র ৩
াস আগে গত ১২ মার্চ তাড়াহুড়ো করে গ্রেডিং বিষয়ে শিক্ষা
ন্ত্রণালয় যে প্রজ্ঞাপন জারি করে তাতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো
নির্দেশনা নেই।

সূত্র জানায়, ঢাকার কলাবাগানে কম্পিউটার কেন্দ্রে
রোববার বোর্ড চেয়ারম্যানরা এ বিষয়েই দীর্ঘ সভা করেন। য
বোর্ডে সদ্য যোগদান করা চেয়ারম্যান ড. মকবুল হোসে
সভাপতিত্বে আন্তঃবোর্ডের ঐ সভায় কতিপয় সিদ্ধান্তও গ
হয়। ঐ সভায় সকল বোর্ডের পক্ষ থেকে আলাদা আ
ট্রান্সক্রিপ্ট ও টেব্যুলেশন শিট তৈরি করে আনা হয়।

সভা সূত্রে জানা গেছে, চেয়ারম্যানরা ফেল করা পরীক্ষার্থী
ট্রান্সক্রিপ্টে কি উল্লেখ থাকবে এ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন। সর
প্রজ্ঞাপনে ফেল করাদেরও ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়ার কথা উল্লেখ অ
প্রজ্ঞাপনে এতে আরো বলা আছে ১ বিষয়ে ফেল করা অথ
দশমিক ৫ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) পাওয়া পরীক্ষ
পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে সাময়িকভাবে ভর্তির সুযোগ থাকবে

সভায় উপস্থিত বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়ে
চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে সভায় এ বিষয়ে বেশ কিছু প্র
আসে। যেমন যে এক বিষয়ে ফেল করবে তার ট্রান্সক্রিপ্টে থা
শুধু 'এস'। অন্যদের যারা দুই বিষয়ে ফেল করবে তাদের
'এফ ২' 'এফ ৩' ইত্যাদি লেখা হবে।

পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে যারা শুধুমাত্র এক বিষয়ে ফেল ব
এবং পাসের জিপিএ ১ দশমিক ৫ বা তার চেয়ে বেশি
তাদেরই ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হবে। ফেল করা অন্য পরীক্ষ
ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে না।

টেব্যুলেশন শিট সম্পর্কে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে 'টেব্যুলে
বইতে পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।' অথচ এই
ারিত তথ্যের মধ্যে পরীক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থা
কিনা এ বিষয়ে কিছু বলা নেই। সূত্র জানায়,
চেয়ারম্যানদের কেউ কেউ টেব্যুলেশন বইয়ে শুধু জিপি
জিপিএ রাখার পক্ষে মত দেন। অন্যদের বক্তব্য এতে টেব্যুলে
বইয়ে মূল নম্বর থাকতে হবে। পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার ফল
পুনর্মূল্যায়নে তা সহায়ক হবে। ● এরপর পৃষ্ঠা ২ ক

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি

● প্রথম পাতার পর

সভায় এ বিষয়ে দুটি প্রস্তাবই গ্রহণ
হয়েছে। সূত্র জানায়, সভার সিদ্ধান্তগু
আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শি
মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মন্ত্রণাল